তারিখ 17 Nov 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

দৈনিক
আমাদের সময়

বরিশাল টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

শিক্ষকরা থাকেন ছাত্রাবাসে

বরিশাল প্রতিনিধি ●

বরিশাল টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের (টিএসসি) অটোমোবাইল বিভাগে পড়েন সিফাত রহমান। তার বাড়ি গৌরনদী উপজেলার বার্থী গ্রামে। বাড়ি থেকে এসে নির্ধারিত ক্লাস করতে সমস্যা হওয়ার কারণে একাধিকবার কলেজের ছাত্রাবাসে থাকার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু লাভ হয়নি। কারণ কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতিবার উত্তর দিয়েছে, ছাত্রাবাসে আসন খালি নেই। সিফাতদের অটোমোবাইল বিভাগের জন্য কলেজের চারতলা ছাত্রাবাসের তৃতীয় তলায় যে কক্ষগুলো বরাদ্দ, তার মধ্যে দুটিতে পরিবারসহ থাকেন ওই বিভাগের প্রশিক্ষক মো. আলাউদ্দিন। তাই বাধ্য হয়েই বরিশালে একটি মেসে থাকেন সিফাত। সঙ্গে তার আরও পাঁচ সহপাঠী। শুধু অটোমোবাইল বিভাগের শিক্ষার্থীরাই নয়, কলেজের বেশিরভাগ বিভাগের শিক্ষার্থীর একই অবস্থা। এর কারণও একই। অর্থাৎ শিক্ষকরা ছাত্রাবাসে এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

শিক্ষকরা থাকেন ছাত্রাবাসে

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) থাকছেন। বরিশাল টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের চারতলা ছাত্রাবাসটির পাশাপাশি টিনশেড আরেকটি ছাত্রাবাস আছে। প্রতিষ্ঠানটির সাতটি বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫৪। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সবার জন্যই রয়েছে আবাসনের ব্যবস্থা। চারতলা ছাত্রাবাসটির তিনটি তলা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের নামে বরাদ্দ। তৃতীয় তলার কক্ষগুলোতে ২০০ জন শিক্ষার্থীর থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যদিকে টিনশেড ছাত্রাবাসে আছে ১৫-২০ জন শিক্ষার্থী। কিন্তু তৃতীয় তলার পুরোটাই ব্যবহার করছেন শিক্ষকরা। ওই ছাত্রাবাসে বর্তমানে আটজন শিক্ষক পরিবারসহ ১৬টি কক্ষে বসবাস করছেন। কিন্তু শিক্ষকদের আবাসনের জন্য বরাদ্দ ভবন প্রায় শূন্য পড়ে আছে।

অন্যদিকে কলেজের অধ্যক্ষ শাহাদাত হোসেন তার বাসভবন ছেড়ে বাস করছেন প্রধান প্রশিক্ষকের বাসভবনে। আর তার বাসভবনে থাকছেন কলেজের মসজিদের ইমাম মাওলানা মো. আবদুল্লাহ।

অধ্যক্ষ শাহাদাত হোসেন বলেন, তিনি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। তাই অধ্যক্ষের বাসভবন ব্যবহার না করে প্রধান প্রশিক্ষকের অনুকূলে থাকা বাসভবনে রয়েছেন। আর অধ্যক্ষের বাসভবন শূন্য থাকার কারণে মসজিদের ইমামকে সেখানে সাময়িকভাবে থাকতে দেওয়া হয়েছে।

ছাত্রাবাসের তৃতীয় তলায় আটজন শিক্ষকের পরিবারসহ থাকার সত্যতা স্বীকার করে কলেজ অধ্যক্ষ বলেন, এখানে যেসব শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করে তাদের বেশিরভাগ স্থানীয়। তাই তাদের ছাত্রাবাসে থাকার প্রয়োজন হয় না। তিনি বলেন, এ কারণে চারতলা ছাত্রাবাসের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ তলা অনেক আগে থেকেই ব্যবহার করছে সরকারি তিনটি প্রতিষ্ঠান। আর তৃতীয় তলা শূন্য পড়ে আছে। তাই সেখানে শিক্ষকরা পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন। এটা আইনত বৈধ কিনা, জানতে চাইলে অধ্যক্ষ বলেন, আমাদের কলেজে মোট ২১ জন শিক্ষক রয়েছেন। তাদের থাকার জন্য দুটি ইনস্ট্রাক্টর কোয়ার্টার (১২টি পরিবার থাকার ব্যবস্থা), একটি চিফ ইনস্ট্রাক্টর কোয়ার্টার (চারজন চিফ ইনস্ট্রাক্টর থাকার ব্যবস্থা) ও অধ্যক্ষের বাসভবন রয়েছে। তবে এটা পর্যাপ্ত নয় বিধায় কিছু শিক্ষক ছাত্রাবাসে থাকছেন।

বরিশালের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) কাজি হোসনেয়ারা বলেন, ছাত্রাবাসে শিক্ষকদের থাকা সম্পূর্ণ বেআইনি। চাইলেই কোনো শিক্ষক ছাত্রাবাসে বসবাস করতে পারবেন না। এ জন্য তাদের মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হবে। কারণ শিক্ষকদের জন্য অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে কোয়ার্টার থাকে। সেখানে তারা সরকারকে ভাড়া পরিশোধ করে থাকবেন।

বরিশাল গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ওসমান গণি বলেন, শিক্ষকদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ভবন করা হয়েছে। এখানে বসবাসের জন্য শিক্ষকদের মূল বেতনের ৪০ শতাংশ বাসাভাড়া হিসেবে কাটা হয়। ছাত্রাবাসে থাকলে কাগজপত্রে ছাত্রদের থাকার বিষয়টি দেখিয়ে কম টাকায় হয়ে যায়।